গভর্নরের সঙ্গে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীরা যাচ্ছেন অধুনালুপ্ত ছিটমহলে

নিজস্ব প্রতিবেদক | ২০১৫-১০-২২ ইং

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় হয় গত ৩১ জুলাই মধ্যরাতে। এর পর অধুনালুপ্ত এসব ছিটমহলের বাসিন্দাদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার। তাদের আর্থিক সেবা দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকও। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীদের সঙ্গে নিয়ে তিনদিনের সফরে কাল অধুনালুপ্ত ছিটমহল পরিদর্শনে যাচ্ছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। সফরকালে তারা নীলফামারী, রংপুর, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট ও বগুড়া যাবেন।

জানা গেছে, ছিটমহল বিনিময়ের পর এসব এলাকার জনগণের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার নির্দেশ দেয়া হয়। এবারের সফরে গভর্নর ড. আতিউর রহমান পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জের দহলা খাগড়াবাড়ীতে বিভিন্ন ব্যাংকের উন্নয়ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন। এর মধ্যে রয়েছে— ন্যাশনাল ব্যাংকের অর্থায়নে দেবীগঞ্জে দুটি স্কুল নির্মাণ কার্যক্রম এবং টিউবওয়েল, খেলার সরঞ্জাম, সেলাই মেশিন ও শিক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ। পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যাংকের এসএমই ও কৃষিঋণ বিতরণ কর্মসূচিও উদ্বোধন করবেন গভর্নর। দেবীগঞ্জের ভাইলাগঞ্জ ও লালমনিরহাটের পাটগ্রামের বুড়িমারীতে ন্যাশনাল ব্যাংকের শাখাও উদ্বোধন করবেন তিনি। এছাড়া সফরকালে রংপুরে বিভিন্ন ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং ও সিএসআর কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন ড. আতিউর রহমান। জয়পুরহাটে কৃষি কর্মসংস্থান মেলার উদ্বোধনের পাশাপাশি যোগ দেবেন কৃষি, প্রাণিসম্পদ, এসএমই, গ্রিন ফিন্যান্সিং ও ১০ টাকার হিসাবের বিপরীতে ঋণ বিতরণ কর্মসূচিতে। যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গবাদিপশু পালন উদ্যোক্তাদের মাঝে সনদও বিতরণ করবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর।

ড. আতিউর রহমান এ সফর সম্পর্কে বণিক বার্তাকে বলেন, ‘১১১টি ছিটমহল যখন বাংলাদেশের অংশ হয়ে যায়, তখনই তাদেরকে আর্থিক সেবার আওতায় আনার ঘোষণা দিয়েছিলাম আমরা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে এতে এভাবে সাড়া দেবে, তা আমি নিজেও ভাবিনি। এসব এলাকায় ব্যাংক শাখা, এটিএম, এজেন্ট ব্যাংকিং করা হবে। উন্নয়নের জন্য সড়ক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে দেবে ব্যাংকগুলো। আমরা উত্তরাঞ্চলে যাচ্ছি। বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীরা এতে অংশ নেবেন বলে আশা করছি। উত্তরাঞ্চলের পাশাপাশি অন্য অঞ্চলেও ব্যাংকগুলো এসব কাজ অব্যাহত রাখবে। বিশেষ করে বিদেশী ব্যাংকগুলো এসব এলাকার উন্নয়নে এগিয়ে আসবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।’

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, পূর্বতন ছিটমহলের যেসব এলাকায় ব্যাংক শাখা, এজেন্ট বা এটিএম মেশিন বসানোর সুযোগ আছে, এ সফরে ব্যাংক এমডিদের তা বসানোর নির্দেশ দেবেন গভর্নর। পাশাপাশি নির্দেশনা দেয়া হবে উন্নয়নের সুযোগ আছে, এমন এলাকায় সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি থেকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থলসীমান্ত চুক্তি সই হয় ১৯৭৪ সালে। বাংলাদেশ ওই সময়ই চুক্তিটি অভ্যন্তরীণভাবে অনুমোদন তথা অনুসমর্থন করে। কিন্তু ভারত ওই সময় তা অনুসমর্থন না করায় এ চুক্তি বাস্তবায়ন আটকে যায়। নরেন্দ্র মোদি সরকার গঠনের পর দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা ‘স্থলসীমান্ত’ বিলটি ভারতীয় পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশভাবে পাস হয়। এর পর ৬-১৬ জুলাই ছিটমহলগুলোয় যৌথ হালনাগাদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সরকারি সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে ৩১ জুলাই

মধ্যরাতে এগুলোর বিনিময় সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত সব ভারতীয় ছিটমহল বাংলাদেশের ভূখণ্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। একইভাবে ভারতের অভ্যন্তরে থাকা ছিটমহলগুলো অন্তর্ভুক্ত হয় সে দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে। বাংলাদেশের ভূখণ্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় ১১১টি ছিটমহল। ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় ৫১টি ছিটমহল।

সম্পাদক ও প্রকাশক: দেওয়ান হানিফ মাহমুদ | © 2011-2015
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ১২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ই-মেইল: news@bonikbarta.com বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ পিএবিএক্স: ৮১৮৯৬২২-২৩, ফ্যাক্স: ৮১৮৯৬১৯